৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০৮

টপিক:

✓ **বিশ্ব রাজনীতি, ভূ- রাজনীতি ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত:** (বিশ্বব্যবস্থা ও মেরুকরণ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব, উপনিবেশবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদ, নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ, অন্যান্য যুদ্ধ সমূহ, বিভিন্ন বিপ্লব, বর্তমান ব্যবস্থায় ভূ-রাজনীতি, গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ) ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

মেরুকরণ

❑ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্ব ব্যবস্থায় ৩ ধরনের মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন:

নাম	সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু
✓ বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা	২য় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বের সময়কে বহুমেরু বিশ্ব বলে।
✓ দ্বি-মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা	২য় বিশ্বযুদ্ধের পর USA এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মধ্যে যে আদর্শের দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা ১৯৯১ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ সময়কালকে দ্বি-মেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব বলে।
✓ একমেরু/নয়া বিশ্বব্যবস্থা	১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে USA এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এটি একমেরু বিশ্ব নামে পরিচিত।

উপনিবেশবাদ

➢ উপনিবেশবাদ হলো অন্য ভৌগোলিক এলাকার উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে ধীরে ধীরে সেখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া।

বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ	
উপনিবেশক দেশ	**দেশের নাম**
ব্রিটেন	আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ইরান, ইরাক, সৌদিআরব, জর্ডান, ইসরাইল, ওমান, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ইয়েমেন, সাইপ্রাস, মাল্টা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, তিউনেশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, তানজানিয়া, টোগো, কেনিয়া, মালাবি, গাম্বিয়া, লেসেথো, জিম্বাবুয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জ্যামাইকা, বাহামা।
ফ্রান্স	ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, লেবানন, সিরিয়া, মরক্কো, গ্যাবন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, আইভরিকোস্ট, উগান্ডা, শাদ, বারকিনা ফাসো, সেনেগাল, মালি, বেনিন প্রজাতন্ত্র, ক্যামেরুন, নাইজার, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, জাম্বিয়া, আলজেরিয়া, জিবুতি।
সোভিয়েত ইউনিয়ন	কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, ইউক্রেন, আজারবাইজান, মলদোভা, আর্মেনিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলারুশ।
সুইডেন	নরওয়ে, ফিনল্যান্ড।

ভূ-রাজনীতি

✪ ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব

❑ তিনটি প্রধান ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব:

জৈবিকসত্ত্বা তত্ত্ব	Individual Organism Theory
হৃদভূমি তত্ত্ব	Heartland Theory
রিমল্যান্ড তত্ত্ব	Rimland Theory

ভূ-রাজনীতি

❑ এক নজরে ভূ-রাজনীতি

ভূ-রাজনীতির জনক	ফ্রেডরিখ রেজেল
আধুনিক ভূ-রাজনীতির জনক	রুডলফ কিয়েলেন
রিমল্যান্ড তত্ত্বের জনক	নিকোলাস স্পাইকম্যান
জৈবিকসত্ত্বা তত্ত্ব	হেগেল
হৃদভূমি তত্ত্ব	হ্যালফোর্ড ম্যাকাইন্ডার
ভূগোলের জনক	ইরাটোসথেনিস
আধুনিক রাজনৈতিক ভূগোলের জনক	ইমানুয়েল কান্ট

ভূ-রাজনীতি

❑ ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

- রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে রক্ষায় সহায়তা করা → R2P তত্ত্বের মূল ভিত্তি।
- Responsibility to Protect (R2P) ধারণাটি → জাতিসংঘের ৬০তম অধিবেশন দ্বারা গৃহীত হয়।
- রাষ্ট্রকে একটি জৈবিক সত্তার (living space) সাথে তুলনা করেছেন → ফ্রেডরিখ রেজেল।
- The Influcence of Sea power Upon History-এর লেখক → আলফ্রেড টি মাহান (১৮৯০)।
- সমুদ্র সম্পর্কিত ভূ-রাজনীতির প্রবক্তা → আলফ্রেড টি মাহান।
- The Geography of Peace এর লেখক → নিকোলাস স্পাইকম্যান।
- উদারনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভব হয় → অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে।
- History of Peloponnesian War গ্রন্থের লেখক → থুকিডাইডিস।
- পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধ হয় → এথেন্স ও স্পার্টাদের মধ্যে।
- Politics Among Nations-বইয়ের লেখক → Hans J. Morgenthau.

ভূ-রাজনীতি

- International Politics is a struggle for power (আন্তর্জাতিক রাজনীতি হচ্ছে শক্তির লড়াই) উক্তিটি করেন → Hans J. Morgenthau.
- The Prince-এর লেখক → Niccolo Machiavelli. ম্যাকিয়াভেলি জন্ম গ্রহণ করেন → ইতালিতে।
- The Leviathan-এর লেখক → থমাস হবস।
- "মানুষ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপূর্ণ ও লাজুক" উক্তিটি → রুশো।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শবাদের প্রবক্তা → মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- War and Change in World Politices → রবার্ট জিলপিন।
- The Clash of Civilizations-লিখেছেন → স্যামুয়েল হান্টিংটন।
- "সভ্যতাসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হবে আধুনিক বিশ্বের বিরোধের সর্বশেষ পর্যায়"- এ উক্তিটি করেছেন → হান্টিংটন।
- কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো → ভিয়েনা কনভেনশন-১৯৬১।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি Treaty of Westphalia তৈরি হয় → ১৬৪৮ সালে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

- **সময়কাল:** ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮
- **প্রেক্ষাপট:** ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়বাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দুই দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে।
- **বিবাদমান পক্ষ:**

মিত্রশক্তি (Allied Powers)	সার্বিয়া, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি এবং যুক্তরাষ্ট্র।
কেন্দ্রীয় শক্তি (Central Powers)	অস্ট্রিয়া, জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং বুলগেরিয়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

নেতৃবৃন্দ:

- যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী → হেনরি আসকুইথ, ডেভিড লয়েড জর্জ
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট → উড্রো উইলসন
- জার্মান সম্রাট → দ্বিতীয় উইলিয়াম
- ফ্রান্সের নেতা → রেমন্ড পঁয়েকার (প্রেসিডেন্ট)
- রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী → জার দ্বিতীয় নিকোলাস

যুদ্ধের সমাপ্তি: ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

বেলফোর ঘোষণা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী বিজ্ঞানী চাইম ওয়াইজম্যানের 'এসিটোন' নামক বিস্ফোরকের আবিষ্কার বৃটিশদের নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করেছিল। এর পুরস্কারস্বরূপ ১৯১৭ সালে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব আর্থার বেলফোর বৃটিশ ইহুদী যাজক ব্যারন ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে উদ্দেশ্য করে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে পত্র লিখেন তাই ইতিহাসে 'বেলফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত। এই ঘোষণার ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্ম হয়।
পিস ডিক্রি	সোভিয়েত রাশিয়ার শাসক ভ্লাদিমির লেনিন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৭ সালে এক কৃষক সম্মেলনে যুদ্ধ থেকে রাশিয়ার নাম প্রত্যাহারের যে প্রস্তাব আনেন তাই 'পিস ডিক্রি' হিসেবে পরিচিত।
১৪ দফা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি মার্কিন কংগ্রেসে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধে করণীয় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ টি দফা উত্থাপন করেন যা Fourteen Points নামে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

ভার্সাই চুক্তি (২য়)	২৮ জুন, ১৯১৯ সালে জার্মানির সাথে মিত্রশক্তিদের মধ্যে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে এ চুক্তি হয়েছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে ১ম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল এই চুক্তিতেই।
সেভার্স চুক্তি	এই চুক্তির মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়। ১৯২০ সালে ফ্রান্সের সেভার্স শহরে এই চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়।
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি আলোচনার মাধ্যমে ১৯২০ সালে জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়। বৈশ্বিক শান্তি রক্ষায় সর্বপ্রথম সর্বজনীন সংস্থা হলো জাতিপুঞ্জ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের ১৪ দফার ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
মহামন্দা বা Great Depression	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন শেয়ার বাজারে যে অর্থনৈতিক ধ্বস নামে তাই ইতিহাসে মহামন্দা বা Great Depression নামে পরিচিত। ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বস নামার কারণে ঐ দিনটিকে 'ব্লাক টুয়েজ ডে' বলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল

নয়া নীতি বা New Deal	১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার প্রেক্ষিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট যে নয়া-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, সেটাই নয়া নীতি বা New Deal. রুজভেল্টের এই নীতির প্রেক্ষিতে ১৯৪৪ সালে 'ব্রেটন উডস' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং উল্লেখযোগ্য ৩টি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যথা- ক.World Bank খ.IMF গ.GATT (১৯৯৫ সালে থেকে WTO) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, WB এবং IMF ব্রেটন উডসভুক্ত সংস্থা হলেও WTO ব্রেটন উডসভুক্ত সংস্থা নয়।

POLL QUESTION-01

✪ **কোন চুক্তির মাধ্যমে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়?**

a) বেলফোর চুক্তি

b) ম্যাগনাকার্টা চুক্তি

c) সেভার্স চুক্তি

d) ভার্সাই চুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

- **সময়কাল:** ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ থেকে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।
- **প্রেক্ষাপট:** জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।
- **বিবাদমান পক্ষ:**

মিত্রশক্তি (Allied Powers)	ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পোল্যান্ড, বেলজিয়াম।
অক্ষ শক্তি (Axis Powers)	জার্মানি, ইতালি এবং জাপান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

মিত্রশক্তির নেতা			
দেশের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি	নাম	
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	যোসেফ স্ট্যালিন	
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী	উইনস্টোন চার্চিল	
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট	
	প্রেসিডেন্ট	হ্যারি এস ট্রুমান	

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

অক্ষশক্তির নেতা			
দেশের নাম	রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি	নাম	
ইতালি	প্রধানমন্ত্রী	বেনিতো মুসোলিনি	
জার্মানি	চ্যান্সেলর	এডলফ হিটলার	
জাপান	সম্রাট	হিরোহিতো	

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাপঞ্জি

১৯৩৯	১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।
১৯৪০	১০ জুন ইতালিয়ান ও জার্মান বাহিনী ব্রিটিশ অধিভুক্ত উত্তর আফ্রিকা (মিশর) আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শনের জন্য জার্মান ফিল্ড মার্শাল রমেল 'The Desert Fox' (মরুভূমির শেয়াল) নামে পরিচিতি লাভ করেন।
১৯৪১	**অপারেশন বারবারোস:** ২২ জুন অক্ষশক্তির দেশসমূহ হিটলারের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে আক্রমণ করেছিল তার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন বারবারোস'। **পার্ল হারবার আক্রমণ:** ৭ ডিসেম্বর জাপান মার্কিন নৌ ঘাঁটি পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

১৯৪৪	৬ জুন ইউরোপের মূল ভূখণ্ড জার্মানদের থেকে দখলমুক্ত করার জন্য মিত্রবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে অবতরণ করে। এই দিনটি D-Day হিসাবে পালিত হয়।
১৯৪৫	৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করলে জার্মানির পতন ঘটে।
১৯৪৫	আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানি ৭ মে ১৯৪৫ সোভিয়েত জেনারেল জর্জ জোকভের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৮ মে জার্মান নাৎসি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। এই দিনটি V E-Day (Victory in Europe Day) হিসেবে উদযাপিত হয়।
১৯৪৫	৬ আগস্ট এবং ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র জাপানে ২টি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। পারমাণবিক বোমা দুটি নিক্ষেপের নির্দেশদাতা ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৫ আগষ্ট জাপান আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়। ২ সেপ্টেম্বর জাপান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

✪ লিটল বয় (Little Boy)

- লিটল বয় নামক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়- জাপানের হিরোশিমাতে (হনশু দ্বীপ)।
- এটি নিক্ষেপ করে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, **৬ আগস্ট, ১৯৪৫**।
- নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- কর্ণেল পল ওয়ারফিল্ড টিবেসট।
- নিক্ষেপ করা হয় যে বিমান থেকে বি-২৯ সুপারফোর্টেস (এনোলো গো)।

✪ ফ্যাট ম্যান (Fat Man)

- ফ্যাট ম্যান নামক পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়- জাপানের নাগাসাকিতে (কিয়োশু দ্বীপ)।
- নিক্ষেপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **৯ আগস্ট ১৯৪৫** সালে।
- নিক্ষেপকারী বিমানের পাইলটের নাম- মেজর জার্লস ডব্লিউ সুইনি।
- নিক্ষেপ করা হয় যে বিমান থেকে- বি-২৯ সুপারফোর্টেস। অন্য নাম বক্সকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

➢ **যুদ্ধের ফলাফল:**

- ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পন করে।
- জার্মান নাৎসি সামরিক বাহিনী ইউরোপে প্রায় ৬ মিলিয়ন ইহুদী হত্যা করে। এই গণহত্যা দ্যা **হলোকাস্ট** নামে পরিচিত।
- ন্যুরেমবার্গ বিচার ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে জার্মানির ন্যুরেমবার্গে অনুষ্ঠিত হওয়া কিছু বিচার প্রক্রিয়ার নাম। তখন ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল নাৎসি বাহিনীর নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে এবং তাদের বিচার করে।

❑ **কর্ণারস্টোন অব পিস**

১৯৯৫ সালের ২৩ জুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় **জাপানের ওকিনাওয়ার** যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ কর্ণারস্টোন অব পিস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির এবং ওকিনাওয়া যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করা হয়।

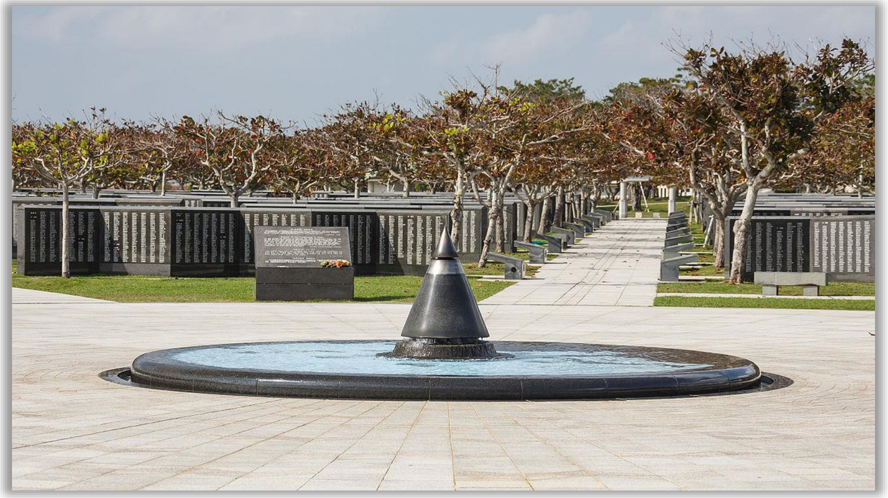

স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৭ - ১৯৯১)

প্রথম বিশ্ব (First World)

দ্বিতীয় বিশ্ব (Second World)

তৃতীয় বিশ্ব (Third World)

স্নায়ু যুদ্ধকালীন সংকট

কোরিয়া সংকট	কিউবা সংকট
➢ ১৯৫০ সালে পীতসাগরকে নিয়ে দেশ দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ➢ ১৯৫০ সালে গৃহীত জাতিসংঘের Uniting for Peace বা শান্তির জন্য ঐক্যের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের অবসান হয়। ➢ পানমুনজান হলো দুই কোরিয়ার মাঝে শান্তি স্থাপনকারী একটি গ্রাম। ➢ ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার জন্য গৃহীত শান্তি কূটনীতি হলো সানশাইন পলিসি। এই পলিসি গ্রহণ করেন দ. কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জং।	➢ ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে। ➢ ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার নিরাপত্তার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ➢ ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 'হটলাইন' চালু হলে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই সংকটের সমাধান হয়। ➢ এসময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিল জন এফ কেনেডি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিল নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
ট্রাফালগার যুদ্ধ	১৮০৫ সালে	➢ ফ্রান্স ও স্পেনের বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটেনের এই যুদ্ধ শুরু হয়। ➢ এ যুদ্ধে বৃটিশরা জয়ী হওয়ায় নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ➢ ট্রাফালগার স্কয়ার বর্তমান লন্ডনে অবস্থিত।
ওয়াটার লু'র যুদ্ধ	১৮১৫	➢ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ। ➢ এ যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের (আর্থার ওয়েলেসলে) নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। ➢ নেপোলিয়ানকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়। সেখানে ১৮২১ সালে তিনি মারা যান।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	১৮৫৩ - ১৮৫৬	➤ রাশিয়া এবং ফ্রান্স-ইংল্যান্ড-তুরস্কের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ➤ এ যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ➤ ১৮৫৬ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।
আমেরিকার গৃহ যুদ্ধ	১৮৬১ - ১৮৬৫	➤ ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিংকনের সরকারের সাথে দাসপ্রথা নির্ভর ১১টি প্রদেশের গৃহযুদ্ধ হয়। ➤ এই যুদ্ধে আব্রাহাম লিংকন সরকারের জয় হয় ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাসপ্রথা বিলোপ ঘোষণা করা হয়।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৪৭ সালের পর দুই দেশের মধ্যে চারটি যুদ্ধ হয়)	প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৪৮)	➢ কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ হয়।
	দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৬৫ সালে)	➢ কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব ছিল ১৭ দিন। ➢ রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।
	তৃতীয় যুদ্ধ (১৯৭১ সালে)	➢ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে দু'দেশ পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।
	চতুর্থ যুদ্ধ (১৯৯৯ সালে)	➢ কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত পুনরায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ➢ যুদ্ধ কেবল কারগিলে বা লাইন অব কন্ট্রোলে সীমাবদ্ধ থাকে।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
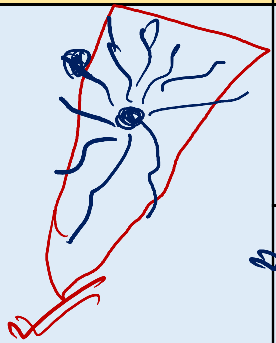 আরব ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৪৮ থেকে থেকে ১৯৭৩ সাল)	প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৮ সালে)	➢ ১৯৪৮ সালে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ➢ ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাজিত হয় এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ➢ প্রথম আরব ইসরাইল যুদ্ধবিরতি সীমারেখা 'গ্রিন লাইন' নামে পরিচিত ছিল।
	দ্বিতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা সুয়েজ সঙ্কট (১৯৫৬ সালে)	➢ মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে।
	তৃতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা ছয় দিনের যুদ্ধ (১৯৬৭ সালে)	➢ ইসরায়েলি বাহিনী মিশরের কাছ থেকে গাজা ভূখণ্ড ও সিনাই উপদ্বীপ, জর্ডানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়ার কাছ থেকে গোলান মালভূমি ছিনিয়ে নেয়। ➢ OIC প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
	চতুর্থ আরব ইসরাইল যুদ্ধ বা তেল সংকট (১৯৭৩ সালে)	➢ যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সহায়তা করে। ১৯৭৩ সালে আরবরা তেল অবরোধ দেয়। ➢ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল সিনাই উপত্যকা এবং গোলান মালভূমি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করলে ওপেক ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে তেল নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়। ➢ ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

অন্যান্য যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	সাল	তথ্য
ইরান-ইরাক যুদ্ধ	১৯৮০	➢ শাত-ইল-আরব জলপথকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ শুরু হয়। ➢ ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।
ফকল্যান্ড যুদ্ধ	১৯৮২	➢ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত ফকল্যান্ড দ্বীপকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য ও আর্জেন্টিনার মধ্যে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ➢ বর্তমানে ফকল্যান্ড ইংল্যান্ডের দখলে রয়েছে।
প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ	১৯৯০ থেকে ১৯৯১ সাল	➢ ইরাকি বাহিনী ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট কুয়েত হামলা করে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতকে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ ঘোষণা করে। ➢ ইরাকের বিরুদ্ধে সেসময় বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে ইরাক পরাজিত হয়।
ইঙ্গ-মার্কিন-ইরাক যুদ্ধ	২০ মার্চ, ২০০৩	➢ গণবিধ্বংসী মরণাস্ত্র তৈরি এবং জনগণের নির্যাতনের কথিত অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সাদ্দাম হোসেনকে পদচ্যুত করতে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ➢ মার্কিন বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ইরাক ত্যাগ করে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে।

POLL QUESTION-02

✪ জাপান মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ করে কবে?

a) ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

b) ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

c) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১

d) ১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
ফরাসি বিপ্লব	১৭৮৯-১৭৯৯	➢ এই বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ➢ বিপ্লবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল রুশো, ভলতেয়ার, মন্টেস্কু প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা। ➢ ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল- "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী "। ➢ ১৭৮৯ সালে ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয়। ➢ নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট ১৭৯৯ সালে ক্ষমতা দখল করলে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।
রুশ বিপ্লব	১৯১৭	➢ এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান হয়। ➢ ১৯০৫ সালে সংগঠিত হয় প্রথম বিপ্লব এবং ১৯১৭ সালে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিপ্লব। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত হয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় এবং অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয় বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়। ➢ 'অক্টোবর বিপ্লব' এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত করে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কমিউনিস্ট) সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
ইরানি বিপ্লব	১৯৭৯	➤ আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের এই বিপ্লবের ফলে ইরান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
ইন্তিফাদা	১৯৮৭ - ২০১৭	➤ ইন্তিফাদা আরবি শব্দ। এর অর্থ- জেগে ওঠা/গণঅভ্যুত্থান। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা অবরোধের প্রতিবাদে ইসরাইলের দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের নাম ইন্তিফাদা। ➤ এ পর্যন্ত মোট ৩ বার ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটি হয় ১৯৮৭ – ১৯৯৩ সালে, দ্বিতীয়টি ২০০০ – ২০০৫ সালে, তৃতীয়টি ২০১৭ সালে শুরু হয়।

বিভিন্ন বিপ্লব

বিপ্লবের নাম	সাল	তথ্য
অরেঞ্জ রেভ্যুলেশন	২০০৪	➢ এটি ২০০৪ সালের ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে সংঘটিত হয়।
টিউলিপ রেভ্যুলেশন	২০০৫	➢ কিরগিজিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আসকার আকিয়েভের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারিতা ও দুর্নীতির অভিযোগে এ আন্দোলন শুরু হয়।
আরব বসন্ত (জুঁই বিপ্লব)	২০১০	➢ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বয়ে যাওয়া গণবিপ্লব। গণবিক্ষোভের শুরু হয় তিউনিসিয়ায়। ➢ তিউনিসিয়ায় নানা অরাজকতার প্রতিবাদে মোহাম্মদ বুয়াজিজি নামে এক ফলবিক্রেতা প্রশাসনের দুর্নীতি আর বেকারত্বের জীবনে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে বিদ্রোহ করে। এই আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন আরব দেশে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকা শাসকদের পতন ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

চুক্তির নাম	বিষয়বস্তু	তথ্যসমূহ
ম্যাগনাকার্টা চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১২১৫ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	লন্ডন (ইংল্যান্ড)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	ইংল্যান্ড।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে রাজার অধিকার খর্ব হয় এবং জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ চুক্তির কারণে রাজাকেও আইনের অধীনে আসতে হয়েছিল। • পরবর্তীকালে এই ম্যাগনাকার্টার ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় সংবিধান রচিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

চুক্তির নাম	বিষয়বস্তু	তথ্যসমূহ
২য় ভার্সাই চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৮ জুন, ১৯১৯ সাল।
	কার্যকর	১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম) এবং পরাজিত জার্মানি।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় এবং জার্মানিকে যুদ্ধপরাধী হিসেবে ঘোষণা ও ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

চুক্তির নাম	বিষয়বস্তু	তথ্যসমূহ
প্যারিস প্যাক্ট	স্বাক্ষরকাল	২৭ আগস্ট, ১৯২৮ সাল।
	কার্যকর	২৪ জুলাই, ১৯২৯ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ফ্রান্সের প্যারিস।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• চুক্তিটি 'Kellogg-Briand Pact' বলেও পরিচিত। • এ চুক্তিটির মাধ্যমে জাতীয় নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিহারের কথা বলা হয়। • এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

তাসখন্দ চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	তাসখন্দ (উজবেকিস্তান, তৎকালীন উজবেক সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	ভারত ও পাকিস্তান।
	স্বাক্ষরকারী	ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯৬৫ সালের কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। • এর মধ্যস্থতাকারী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিনি (রাশিয়া)

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

সিমলা চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২ জুলাই, ১৯৭২ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	ভারত ও পাকিস্তান।
	স্বাক্ষরকারী	ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো।
	স্বাক্ষরের স্থান	সিমলা (ভারতের হিমাচল প্রদেশের রাজধানী)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে একে অপরকে সম্মান দেখাবে এবং জম্মু-কাশ্মীর বিরোধের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত 'লাইন অব কন্ট্রোল' দেশের সীমানা হিসেবে মেনে নেবে। • উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও এককভাবে চুক্তি বদলানোর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

প্যারিস শান্তি চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্র।
	স্বাক্ষরের স্থান	প্যারিস (ফ্রান্স)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি অংশগ্রহণ বন্ধ।
	ফলাফল	এই চুক্তির ফলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়।
ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ সাল।
	স্বাক্ষরকারী দেশ	মিশর ও ইসরায়েল।
	স্বাক্ষরকারী	মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন।
	মধ্যস্থতাকারী	তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার।
	স্বাক্ষরের স্থান	ক্যাম্প ডেভিড, ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র)।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার রূপরেখা নিরূপণ। • এই চুক্তি অনুসারে ইসরায়েল মিশরকে অধিকৃত সিনাই উপত্যকা ফিরিয়ে দিবে এবং মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। • ১৯৭৮ সালে এই চুক্তিটির জন্য সাদাত ও বেগিন যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান।
	ফলাফল	• এই চুক্তির ফলে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। • সাময়িকভাবে মিশরকে আরব লীগ ও ওআইসি থেকে বহিষ্কার করা হয়। • ইসরায়েল চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। তারা সিনাই উপদ্বীপ মিশরকে ফিরিয়ে দিলেও স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

শেনজেন চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৪ জুন, ১৯৮৫ সাল।
	কার্যকর হয়	২৬ মার্চ,১৯৯৫ (ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা শুরু হয় ১৬ মার্চ ১৯৯৫ সালে)।
	স্বাক্ষরের স্থান	শেনজেন (লুক্সেমবার্গ)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	শেনজেন চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল জল, স্থল ও আকাশ পথে এক ভিসায় কিংবা ভিসা ব্যতীত জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোতে ভ্রমণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে অবাধ চলাচল করা।
	শেনজেনভুক্ত দেশ	২৭টি। ২৭তম দেশ হিসেবে সর্বশেষ শেনজেন অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হয় ক্রোয়েশিয়া (জানুয়ারি, ২০২৩)।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সাল।
	কার্যকর	১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	ম্যাসট্রিক্ট (নেদারল্যান্ডস)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় অর্থবাজারকে সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত করা এবং একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু করা। • অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি অনুমোদনের জন্য ডেনমার্ক প্রথম ২ জুন, ১৯৯২ এবং দ্বিতীয় ১৮ মে, ১৯৯৩ মোট দুইবার গণভোটের আয়োজন করেছিল। • এর ফলে অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরোপে ইউরো মুদ্রা চালু হয় ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

অসলো চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সাল।
	স্বাক্ষরের স্থান	কায়রো (মিশর)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	ইসরাইল ও ফিলিস্তিন।
	স্বাক্ষরকারী	পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ইসরাইল অধিকৃত গাজা ভূ-খণ্ড ও পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসন এবং ইসরাইল-প্যালেস্টাইন 'রোডম্যাপ' কর্মসূচির মাধ্যমে সহিংসতা বন্ধ করে ২০০৫ সালের মধ্যে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। • এ চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন পরস্পরকে স্বীকৃতি দান করে। • ইসরাইল চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় এবং অধিকৃত এলাকা হতে সকল সৈন্য প্রত্যাহার না করায় চুক্তির কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সনদ

আফগান শান্তি চুক্তি	স্বাক্ষরকাল	২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
	স্বাক্ষরের স্থান	দোহা (কাতার)।
	স্বাক্ষরকৃত দেশ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তান (তালেবান)।
	লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু	• আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটানো। • যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। • উভয়পক্ষ বন্দিদের মুক্তি প্রদান করবে।

POLL QUESTION-03

✪ **কোন চুক্তির মাধ্যমে EU'ভুক্ত দেশগুলো ভিসামুক্ত চলাচল করে?**

a) ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি

b) লিসবন চুক্তি

c) বেক্সিট চুক্তি

✓ d) শেনজেন চুক্তি

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ চীন-ভারত যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? [৪৫তম বিসিএস]

(ক) ১৯৫৯ (খ) ১৯৬০ (গ) ১৯৬২ (ঘ) ১৯৬৩

➲ কোন দেশ থেকে 'আরব বসন্ত'-এর সূচনা হয়? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মিশর (খ) তিউনিশিয়া (গ) লিবিয়া (ঘ) সিরিয়া

➲ তাসখন্দ চুক্তি কোন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) পাকিস্তান ও আফগানিস্তান (খ) ভারত ও আফগানিস্তান

(গ) পাকিস্তান ও ভারত (ঘ) আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

➲ কোন দুটি আরব রাষ্ট্র ক্যাম্প ডেভিড (Camp David) চুক্তি স্বাক্ষরের ফলশ্রুতিতে ইসরাইলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) জর্দান ও মিশর (খ) কুয়েত ও বাহরাইন

(গ) লিবিয়া ও ওমান (ঘ) তিউনিসিয়া ও আলজিরয়া

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ **কোন রাষ্ট্রটি বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমার দাবিদার নয়?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) মালয়েশিয়া (খ) ফিলিপাইন (গ) ভিয়েতনাম (ঘ) কম্বোডিয়া

➲ **ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতির তদারকির কাজে নিয়োজিত জাতিসংঘের বাহিনী কোন নামে পরিচিত ছিল?** [৪৩তম বিসিএস]

(ক) UNIMOG (খ) UNIIMOG (গ) UNGOMAP (ঘ) UNICEF

➲ **ব্রিটিশ কৃষি বিপ্লব কখন সংঘটিত হয়েছিল?** [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীতে (খ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে (গ) ষোড়শ শতাব্দীতে (ঘ) চতুর্দশ শতাব্দীতে

➲ **সাম্প্রতিক কাতার সংকটের সময় কোন দেশটি কাতারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই?** [৩৯তম বিসিএস]

(ক) বাহরাইন (খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত (গ) মিশর (ঘ) কুয়েত

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy